

## বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত চরিত্র - ড. জহিরুল হক

ছোট এ পৃথিবীতে বিভিন্ন ধর্মের, বিভিন্ন গোত্রের, বিভিন্ন বর্ণের, বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের বাস। বিভিন্ন দেশে বসবাসরত এ বিবিধ মানুষের অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত মর্যাদাও ভিন্নতর। উন্নত বিশ্বের নাগরিকেরা সাধারণত শিক্ষিত, অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল ও সামাজিকভাবে সচেতন হয়। বড় ধরনের শ্রেণী.বৈষম্য না থাকায়, মানুষের চলাচলন, উঠাবসা এবং মনমানসিকতার তারতম্য খুব বেশি নয়। সার্বিকভাবে তাদের মনমানসিকতা মোটামুটি ভালো হয়। আর এ কারণেই সেখানকার নাগরিকদের নিয়ে শিক্ষিত.অশিক্ষিত, নারী.পুরুষ, ভালো.মন্দ, ধনী.গরীব, উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত ইত্যাদি ভাগাভাগি নিয়ে কেউ মাতামাতি করে না। কিন্তু উন্নতবিশ্বের তুলনায় তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর নাগরিকদের অবস্থা অনেকটাই আলাদা। শিক্ষা ও অর্থনীতিতে পিছিয়ে থাকায় এসব দেশের নাগরিকেরা বিভিন্ন স্তরের হয়ে থাকে। এসব দেশের জনগণ নিজেরাও একে অন্য হতে নিজেকে আলাদা করতে ব্যস্ত থাকে সর্বদা। প্রত্যেকেই নিজেকে অন্য হতে যে কোনও উপায়ে ওপরে তুলতে ব্যস্ত। তবে সমাজের যে অংশটা সবচেয়ে বেশি নিজেকে নিয়ে ভাবে, শুধু ব্যক্তি চিন্তায় মত্ত ওই অংশকে আমরা মধ্যবিত্ত বলে থাকি। গরিব দেশগুলোতে কেউ উচ্চবিত্ত, কেউ মধ্যবিত্ত, কেউবা নিম্নবিত্তের অন্তর্গত।

আমাদের দেশে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষা বৈষম্যের কারণে বিভ্রাবিত্তির বেড়াজাল হতে বের হওয়া সহজ নয়। তাই দেশের নিম্নবিত্ত ও উচ্চবিত্ত আলোচনায় না আসলেও মধ্যবিত্ত সমুদ্রপ্রদায় তাদের নানাবিধ কর্মকাণ্ডের জন্য হরহামেশাই আলোচিত হয়।

প্রথমে বোঝার চেষ্টা করব উচ্চবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত বলতে আমরা কি বুঝি। সাধারণত, উচ্চবিত্ত বলতে আমরা বংশানুক্রমিকভাবে শিক্ষিত এবং অর্থনৈতিকভাবে অত্যন্ত স্বাবলম্বী পরিবারকে বুঝি। আর মধ্যবিত্ত বলতে আমরা মোটামুটি শিক্ষিত এবং মাঝারি মানের অর্থনৈতিক সচ্ছল পরিবারকে বুঝি। মধ্যবিত্তের মধ্যে আবার দু'ভাগ উচ্চমধ্যবিত্ত এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত।

উচ্চ.মধ্যবিত্ত হলো শিক্ষিত এবং অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল পরিবার। কিন্তু নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার বলতে বুঝি;

X অর্ধশিক্ষিত বাবা.মায়ের শিক্ষিত সন্তান এবং অর্থনৈতিকভাবে স্বাভাবিক বা তার নিচে অবস্থান।

X শিক্ষিত বাবা.মায়ের অর্ধশিক্ষিত সন্তান, পারিবারিক অর্থনৈতিক সচ্ছলতা স্বাভাবিক বা তার নিচে।

X শিক্ষিত বাবা.মায়ের শিক্ষিত সন্তানসহ অর্থনৈতিকভাবে অসচ্ছল পরিবার।

X অর্ধশিক্ষিত বাবা.মায়ের অর্ধশিক্ষিত সন্তানসহ মোটামুটি অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল পরিবারকে বুঝি।

আর নিম্নবিত্ত বলতে অশিক্ষিত এবং অর্থনৈতিকভাবে অসচ্ছল পরিবারকে বুঝি। উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্ত হতে যে মধ্যবিত্ত স্বাতন্ত্র্য তা প্রমাণার্থে কিছু উদাহরণ দিব, যেমন একজন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান তার ক্যারিয়ার শুরু করার জন্য যে কোনও মূল্যে অনেক কম বেতন যে কোন একটা চাকরি পেতে চায় এবং ইন্টারভিউ বোর্ডে সে বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দেয়; সে নিয়মিত এবং সময়মত তার কতর্ব্য দায়িত্বশীলতার সঙ্গে পালন করবে। প্রতিষ্ঠান তার নিয়মানুসারে তাকে যে বেতন প্রাপ্য সেটা দিলেই হবে- ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু চাকরিতে যোগদানের কিছুদিনের মধ্যেই তার অবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে। তার এখানে এটা ভালো লাগে না, ওটা নেই, এখানকার ভালো পরিবেশ ভালো না, ভালো চেয়ার.টেবিল নেই, রুমে এসি নেই, আরও অনেক অভিযোগ। শুধু কি তাই? বেতন এখানে কম, অন্য জায়গায় একই কাজের জন্য বেশি দেয়, উৎসব ভাতা ২/৩ বার দেয় ইত্যাদি অভিযোগের আর শেষ নেই, অথচ এই ব্যক্তিই এই সমস্ত বর্তমান শর্ত মেনে নিয়েই চাকরি পাওয়ার জন্য চাকরিদাতাদের কাছে হাজারো প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এবং চাকরিটা তাকে দেওয়ার জন্য অনুনয় করেছিল। আজ তার প্রতিশ্রুতি মনে নেই। আজ সে তার সহকর্মীদের নিয়ে প্রতিষ্ঠানের সমালোচনায় ব্যস্ত। এই তো. আমাদের মধ্যবিত্তের চরিত্র, আর তার প্রতিষ্ঠানটি যদি হয় সরকারি তাহলে তো কথাই

নেই। প্রথম দিন থেকেই ঘুষ.খাওয়া শুরু যদি সুযোগ থাকে। আর ঘুষ খাওয়ার সুযোগ না থাকলে ওই প্রতিষ্ঠানের ইট.বালু হতে শুরু করে সবই থাকে ওই রাফুসে মধ্যবিত্ত, মাজা ভেঙে দেবে প্রতিষ্ঠানের যাতে আর কোনওদিন দাঁড়াতে না পারে। শুধু নিজের পেট ভরলেই হয়- তারপর ধর্মঘট করবে লাগাতার, তার বেতন বাড়ানোর জন্য। তার বেতন না বাড়িয়ে দেশের লক্ষ বেকারের কর্মসংস্থানের পক্ষে একটা কথাও বলবে না। অথচ এই অকৃতজ্ঞ কয়েকদিন আগেও বেকার ছিল।

এবার বিবিধ দুর্নীতির কথায় আসি। কে দুর্নীতি করে না? আমাদের দেশের শুল্ক, কর বিভাগের কর্মকর্তারা, পুলিশ প্রশাসনের কর্মকর্তারা, সরকারি শিক্ষা ও চিকিৎসা বিভাগের কর্মকর্তারা পর্যন্ত গভীর দুর্নীতিতে নিমজ্জিত। এরা যে পরিমাণ টাকা লুটপাট করে তা শুনলে গা শিহরে উঠে। এ সব বিভাগের কর্মকর্তাদের বেশিরভাগই মধ্যবিত্ত পরিবার হতে আগত। এই সমস্ত জায়গায় উচ্চবিত্তের সংখ্যা খুবই কম। এখন আসি রাজনীতিবিদদের কথায়। আমাদের দেশে যত দুর্নীতি চলে এবং কিছুই সম্ভব হতো না যদি কি না রাজনীতিবিদেরা এর সঙ্গে জড়িত না থাকতো। রাজনীতিবিদদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহযোগিতায় এ দুর্নীতি চলে এবং তারা লুটপাটের বড় বড় অংশ চাঁদা হিসেবে নিয়ে নেয়। যারা ক্ষমতায় থাকে এরা সবাই প্রায় মধ্যবিত্ত পরিবারের। যে ২/৪ জন উচ্চ.বিত্ত হতে আগত তাদের দুর্নীতির পরিমাণ তুলনামূলকভাবে অনেক কম। আমি আমার চাকরিজীবনের সংক্ষিপ্ত অভিজ্ঞতায় দেখেছি, সততার সঙ্গে কাজ করতে চাইলে মধ্যবিত্তের চেয়ে উচ্চবিত্তের সঙ্গে কাজ করে বেশি আরাম পাওয়া যায়। কারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চিন্তাই থাকে নিজেকে নিয়ে, নিজের প্রমোশন, নিজের আরাম.আয়েশ, নিজের বেতন বৃদ্ধি ইত্যাদি বিভিন্ন ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে। কারণ জীবনে অর্জন বলতে এরা কখনও ওই রকম কিছু দেখেনি। তাই মরিয়া হয়ে যে কোনও উপায়ে আহরণ করতে চায় উন্নতির শিখরে। বাংলাদেশের বেশ কয়টা প্রাইভেট সেক্টর যেমন দাঁড়িয়ে গিয়েছে তেমনি আবার অনেক বড় বড় কোম্পানি ব্যর্থ হয়েছে। দেখা গিয়েছে যে সমস্ত কোম্পানির ব্যবস্থাপনায় উচ্চবিত্তের নিয়ন্ত্রণে ছিল ওইগুলো ভালোভাবে দাঁড়িয়েছে, আর যেগুলোতে মধ্যবিত্তের দ্বারা পরিচালিত হতো

সেগুলো হয় পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে নতুবা ২/৩ ভাগে ভাগ হয়েছে। এরূপটাই হচ্ছে আমাদের মধ্যবিত্তের চরিত্র।

অন্যদিকে উচ্চবিত্তের যেহেতু অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী এবং এরা শিক্ষা ও সভ্যতায় বংশানুক্রমিক ধারাবাহিকতা বহন করে এবং সঙ্গে সঙ্গে এর মধ্যবিত্তেরা কর্মক্ষেত্রে যা অর্জন করতে চায় তা উচ্চবিত্ত অনেক আগেই পেয়ে আসছে, এসব কারণেই তাদের চাহিদা অনেকটা কম। তাই তাদের দুর্নীতিতে জড়ানোর সম্ভাবনাও অনেকটা কম থাকে।

উচ্চবিত্ত এবং নিম্নবিত্তের মধ্যে একটা মিল হলো, এ দু'পক্ষই দেশের সমাজের অন্যায়.অবিচার, দুর্নীতি, মিথ্যাচার ইত্যাদির সঙ্গে জড়িত থাকে কম। মধ্যবিত্তের তুলনায় এরা উভয়েই অনেকটা সততার সঙ্গে দৈনন্দিন জীবন অতিবাহিত করে। তবে এ দু'পক্ষের সততা থাকার কারণ যদিও এক নয়। উচ্চবিত্ত সৎ থাকে কারণ তাদের চাহিদা কম, তারা কোনও রকম বাড়তি ঝামেলাতে না জড়িয়েই স্বাচ্ছন্দে জীবন সুন্দরভাবে পার করে দিতে পারে। তাই তারা সমাজের ভালো.মন্দ সবধরনের কাজ হতেই নিজেকে গুটিয়ে রাখে। তারা একপ্রকার সরল জীবন পার করে দিতেই পছন্দ করে।

অন্যদিকে নিম্নবিত্তেরাও সৎ জীবন যাপন করে, সামাজিক অন্যায় অবিচারে জড়িত হয় মধ্যবিত্তের তুলনায় অনেক কম। এরা উচ্চবিত্তের মতোই সরল জীবন অতিবাহিত করে। নিম্নবিত্তের লোকদের চাহিদা অনেক কম, কারণ এরা জানেই না বা সত্যিকারের উপলব্ধি করতে পারে না যে, সমাজে কতদূর যাওয়া যায় বা উঠা যায়। কতো টাকা রোজগার করা যায়। তাই যা আছে তাই নিয়েই সুখী। চাহিদা খুবই সামান্য, কোনরকমে দিন কাটিয়ে দেওয়া, তাই ঝামেলাও কম। উচ্চবিত্তের সঙ্গে নিম্নবিত্তের অনেকদিক দিয়ে অনেক মিল থাকলেও মধ্যবিত্তের সঙ্গে মিল কম। কারণ মধ্যবিত্ত চরিত্র মধ্যবিত্তের সঙ্গেই মিলে অন্য কারও সঙ্গে নয়। ক্যামেরার সামনে, সিনেমাহলে, ভোজসভায় সর্বত্রই মধ্যবিত্ত তার চরিত্রের ছাপ রেখে যায়।

এবার আসি মধ্যবিত্তের বিয়ে প্রসঙ্গে, আমাদের দেশে মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেরা বিয়েতেও চিন্তা করে কী করে শ্বশুরবাড়ির সহায়তায় আর্থিকভাবে

লাভবান হওয়া যায়। কেউ কেউ সরাসরি যৌতুক দাবি করে, দেখে মেয়ের বাবার গাড়ি বাড়ি আছে কিনা আবার কেউ ভাই.বোনের সংখ্যা, একমাত্র মেয়ে এরূপ মেয়ে বিয়ে করে ভবিষ্যতে লাভবান হওয়ার চিন্তা করে। অন্যদিকে মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরা বিয়ের আগে হবু স্বামী সম্পর্কে প্রথম চিন্তাই তার- বরের টাকা পয়সা আছে কিনা? আর বিয়ের পরে স্বামীকে কীভাবে পরিবারের অন্য সদস্যদের হতে দূরে রাখা যায়- সে ফন্দি আটতে থাকে। অভিভাবকদের মাঝেও চিন্তা.ভাবনায় সংকীর্ণতার ছাপ পাওয়া যায়, যেমন মেয়ের বাবা যদি তার জামাইকে দেখে যে জামাই মেয়ের কথা মতো চলে তা হলে আমাদের জামাই খুবই ভালো, ভদ্র, মেয়ের কথা ছাড়া কিছুই করে না। অন্যদিকে তারাই যদি তাদের ছেলের বউয়ের কথা মত চরে, তাহলে বলে, আরে ছেলের কোন ব্যক্তিত্ব নেই, বউয়ের কথা শুনে। নিজের স্বার্থ অনুসারে কথার সুর পাল্টাতে একটুও দেরি করে না- এই হলো আমাদের মধ্যবিত্তের চরিত্র। আমি নিজেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সদস্য, আর আমার এ লেখা আত্মসমালোচনার অংশবিশেষ, অন্য কাউকে বা বিশেষ কোনও গোষ্ঠীকে আক্রমণ বা প্রশংসা করার জন্য নয়।

তবে একটা দেশের সার্বিক উন্নয়নে এ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভূমিকাই সবচেয়ে বেশি। কারণ এ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা নিজের প্রয়োজনেই অত্যন্ত গতিশীল হয়, সর্বদা কাজে ব্যস্ত থাকে, প্রচুর শ্রম দেয় নিজের ভাগ্য পরিবর্তনের নিমিত্তে। একটা সময় পরে তার ভাগ্যের পরিবর্তনও আসে। এমনভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নিজের উন্নয়নের প্রয়োজনে সমাজের উন্নয়ন ঘটায়। সামনের দিকে এগিয়ে যায় দেশ।

ড. জহিরুল হক: সহযোগী অধ্যাপক, কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ইউল্যাব।